ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙন : গাইবান্ধার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার ১১০ সেন্টিমিটার ও ঘাঘট নদীর পানি ৬৮ সেন্টিসিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় গাইবান্ধার বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রোববার রাতে ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারী মুন্সীরভিটা এলাকায় ও সদর উপজেলার বাগুরিয়া এলাকায় ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে যায়।

এছাড়া আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার খোলাহাটী ইউনিয়নে ঘাঘট নদীর বাঁধ ভেঙে হুহু করে পানি ঢুকে নতুন করে ৭টি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও যমুনার ২৬০টি চরের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ বিভিন্ন উঁচু বাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছে। বন্যা কবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও শুকনো খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু হানিফ জানান, পানির প্রবল স্রোতে তার ইউনিয়নের বিভিন্ন চরের শতাধিক বাড়ি ভেসে গেছে। বন্যা কবলিত এলাকার ৫ হাজার হেক্টর জমির আমন বীজতলা, পাট, শাক-সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত তলিয়ে গেছে।